ছাত্রী বর্ষার পরিকল্পনায় জোবায়েদ হত্যা, প্রেমিক মাহিরও গ্রেপ্তার

সংগৃহীত ছবি

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদল নেতা জোবায়েদ হোসেন হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যে ছিলেন তার ছাত্রী বর্ষা। প্রেমিক মাহির ও মাহির বন্ধু ফারদিন আহমেদ আইলানের সহায়তায় এ হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করেন তিনি। পুলিশ ইতিমধ্যে তিনজনকেই গ্রেপ্তার করেছে। মঙ্গলবার (২১ অক্টোবর) দুপুরে ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে এক সংবাদ সম্মেলনে বিষয়টি নিশ্চিত করেন ডিএমপির অতিরিক্ত কমিশনার এম এন নজরুল ইসলাম।

তিনি জানান, তদন্তে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী ঘটনাটির সঙ্গে কোনো রাজনৈতিক সংযোগ পাওয়া যায়নি। বর্ষার বাসার নিচে ছুরিকাঘাতে আহত হওয়ার পর বাঁচার চেষ্টা করে উপরে উঠলেও, অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে ঘটনাস্থলেই মারা যান জোবায়েদ। পুলিশ এখনো খতিয়ে দেখছে—ঘটনার সঙ্গে অন্য কেউ যুক্ত আছে কি না।

তদন্ত সূত্রে জানা যায়, সম্পর্ক থেকে মুক্তি পেতে বর্ষা ও মাহির মিলে হত্যার পরিকল্পনা করেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী, ১৯ অক্টোবর বিকেল ৪টার দিকে বর্ষা প্রাইভেট পড়ানোর কথা বলে জোবায়েদকে বাসায় ডেকে আনেন। একই সময়ে মাহির তার বন্ধু ফারদিন আহমেদ আইলানকে নিয়ে নিচে গলিতে অপেক্ষা করছিলেন। সুযোগ পেয়ে তারা ছুরিকাঘাত করে জোবায়েদকে হত্যা করে।

পুলিশ আরও জানায়, হত্যায় ব্যবহৃত ধারালো অস্ত্রটি মাহির ও আইলান আগেই কিনে রেখেছিল। ২৬ সেপ্টেম্বরের পর থেকেই তারা হত্যার পরিকল্পনা নিয়ে সক্রিয় ছিল। ঘটনার পর তারা দ্রুত পালিয়ে যায়। পরবর্তীতে প্রযুক্তির সহায়তায় তাদের অবস্থান শনাক্ত করে তিনজনকেই গ্রেপ্তার করা হয়।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে বর্ষা হত্যার পরিকল্পনা ও জোবায়েদের মৃত্যুর ঘটনায় নিজের সম্পৃক্ততার বিষয়টি স্বীকার করেছেন বলে জানিয়েছে পুলিশ।